দৈনিক ইনকিলাব

174

তারিখ 16 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় যা-ই হোক না কেন, শিক্ষার পরিবেশ কোনখানেই নেই। বহুদিন আগে যে পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। বছরের তিনশ' পয়ষট্টি দিনের মধ্য দেড়শ' দিন যায় ঘোষিত ছুটিতে, বাকীগুলোরও অনেকখানি শেষ হয় কোন না কোন মহলের ধর্মঘটের দরুন। এরপর যে ক'টি দিন খোলা থাকে তখনো কি ক্লাস রীতিমত চলে? ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রীরা হাজির থাকলে পড়া-লেখা কাজটি কি চলে? ছাত্র-ছাত্রীদের গোড়া থেকে সর্ব বিদ্যাবিসারদ ও ভাষাবিদ বানানোর জন্য বিষয়ের পাঠ দিনের তিন/চার ঘন্টার দেয়ার অবাস্তব কর্মসূচী অনুসরণ, ক্লাসে পড়ানোর চাইতে বাড়ী থেকে পড়ে নিও বলে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির দিকে ঝুঁকে পড়া— এ সব সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তো আছে। এর উপর বই পুস্তক যোগাড় ও ছাত্র ভর্তির কঠিন সমস্যা এবং শেষ পর্যায়ে পরীক্ষার হলে নকলের বাহাদুরী দেখানোর জন্য পাল্লাও রয়েছে। দুর্নীতির ক্ষেত্রেও যে শিক্ষা বিভাগ অন্যদের চাইতে বিশেষ পিছিয়ে নেই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আছে, পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস, পরীক্ষার অনুষ্ঠানিকতা, পাসের সার্টিফিকেট দানের ব্যবস্থা সবই রয়েছে। নেই কেবল বিদ্যা-শিক্ষা। ওটারই অভাব সবখানে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোলযোগ এখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ শিক্ষাঙ্গনের ক্রমেই কালো হাতে থাকা চেহারার অশুভ পরিণামের বিষয় গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। যাদেরকে দেশের ভবিষ্যৎ বলে মনে করা হয়, সে তরুণ ছাত্র সমাজের কল্যাণকর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করুন। ওদের লেখা-পড়া যদি কেবলই বরবাদ হতে থাকে তাহলে শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহাই সৃষ্টি হবে। তাই এর প্রতিকারে এখুনি পদক্ষেপ নিতে হবে।

—মোজহারুল হক (বাবলু)

বিজ্ঞান বিষয়ক অনার্স কোর্স

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আওতাধীন যশোর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় একটি প্রখ্যাত কলেজ। বিগত বছরগুলোতে এত্র কলেজ শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রেখেছে। যশোরসহ খুলনা বিভাগের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এখানেই অধ্যয়ন করে। অথচ দুঃখের বিষয় এই মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের কোন শাখায় অনার্স কোর্স চালু নেই। যার ফলে এতদাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন অনার্স শাখায় অধ্যয়ন করতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গমন করতে হয়। বস্তুতঃ অনেকেই আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন হতে বঞ্চিত হয়— কেননা, মেধাবী হলেও আর্থিক অনটনের শিকার হয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকে; ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্মক্ষেত্রে। ফলে কমতে থাকে উচ্চ শিক্ষিতের হার। অতএব এই কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন শাখায় স্নাতক অনার্স কোর্স চালু করা প্রয়োজন। দেশ ও জাতির শিক্ষার মান উন্নয়নে অবিলম্বে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

—মোঃ কামরুজ্জামান আজাদ
নিউ মার্কেট, যশোর